দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22।10।83 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 3 ...

022

স্বর ব্যঞ্জন

একজন শিক্ষক

ট্রেনে চলতে গেলে কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়। সামান্য ক'ঘন্টার ভেতরে এত ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে যেন এ সম্পর্ক আর টুটবে না কোনদিন। এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে সম্ভবত। কোন কোন ক্ষেত্রে সে সম্পর্ক সত্যিই অটুট থাকে। ধীরে ধীরে পরম আত্মীয় হয়ে যায় তারা—সুখে দুঃখে আনন্দে অনুষ্ঠানে।

পাশাপাশি বাড়িতে বাস করার ফলেও অনেকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে ওঠে। তেমনি আত্মীয় হয়েছিলেন শ্রী প্রভাতচন্দ্র কর। তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা আমাদের তেমনিভাবে। বেশ ক'বছর পাশাপাশি বাসায় থাকার পর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। এই ঢাকাতেই বাস করছি, ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়।

প্রথম যখন বিচ্ছিন্ন হলাম, তখন ঘন ঘন আসা-যাওয়া ছিল। এরপর ধীরে ধীরে বাইরের খোলসের মত সেই ঘন ঘন যাওয়া-আসা আর দেখা-শোনার সম্পর্ক ঝরে পড়েছে। কিন্তু অন্তরের একটি টান পারস্পরিক সম্পর্ককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মাঝে মাঝে।

প্রভাত বাবু একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। সরকারী স্কুলে চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে বেসরকারী স্কুলে ঢুকেছেন আবার। এবং এই শিক্ষকতা করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সামান্য বেতনে ক'রে গেছেন শিক্ষকতার কাজ—এটা যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছিলো তাঁকে। অসুস্থ শরীরেও স্কুলে না গিয়ে পারতেন না—স্কুলে গেলে ভুলে যেতেন সব রোগ-তাপ।

তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে শুনেছি—তারা তাঁর ক্লাসের জন্য প্রতীক্ষা করতো। তিনি শুধু বইয়ের পড়াই পড়াতেন না পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার নানা ধরনের পদ্ধতি ছিল তাঁর। তাঁর চারপাশে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় দেখে কারো কারো মনে হওয়া স্বাভাবিক এই বৃদ্ধ শিক্ষকের কি এমন আকর্ষণী-শক্তি থাকতে পারে! এবং এ গুণ কোন ট্রেনিং থেকে সংগৃহীত নয় এ গুণ ছিলো তাঁর চরিত্রে সহজাত।

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেই শুধু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো না, তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বিশ্ব পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক মানব সমাজের আলোকে স্বদেশ পরিস্থিতি—এসব ছিলো তাঁর ভাবনার বিষয়। ভেতরে ভেতরে নিজের দেশে মানুষ গড়ার একটি অকুল আর্তি ছিলো বুঝি তাঁর বুকে।

প্রভাত বাবুর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ কাগজে দেখে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। আজ থেকে বিশ বছর আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনিই আছে সংসারের চেহারা। রূপ বদলায়নি তেমন। পরিবর্তন শুধু—ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন উপযুক্ত করেছেন। দেখা হলে ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন—এই-ই আমার আনন্দ। বলতেন, আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না যে, পরের ছেলেমেয়েদের দিকে দেখতে গিয়ে নিজের ছেলেমেয়েদের অবহেলা করেছি। আমার মত একজন মানুষের সাধ্য যা, তা আমি পালন করেছি।

তাঁর বাসায় গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর শোকাহত পরিবারের সামনে। দেখলাম, প্রভাত বাবুর শোবার খাটের ওপর উজ্জ্বল একটি আলোকচিত্র তাঁর, ফুলের মালা দিয়ে স্তবকে স্তবকে সাজানো। অনেক ফুল পায়ের কাছে। ছাত্র-ছাত্রীরা দিয়ে গেছে। শুনলাম তাঁর শব আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো তারা ফুলে ফুলে। দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছে তাঁকে দেখতে, তাঁর প্রাণহীন স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে তারা কেঁদে উঠেছে। অনেক চোখের পানি ফেলেছে তাঁর পায়ের কাছে। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে বহু ছাত্র-ছাত্রীর স্যার হয়েছেন তিনি। তাদের ভেতর কতজন কত বড় হয়েছে সামাজিক জীবনে। অনেকে এসেছে তারা। সারি বেঁধে শৃংখলার সঙ্গে তাদের স্যারকে শেষ দেখা দেখে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। শ্রী প্রভাত চন্দ্র কর-এর মত মানুষের শিক্ষক জীবনের সার্থকতা হয়তো এতেই। এতেই তাঁর আত্মার পরম শান্তি।